অযাচিত বাণিজ্যিক ই-মেইল - বিশ্ব জোড়া সমস্যা

আতঙ্কগ্রস্থ করার মতো এ যাবৎ পৃথিবীতে মাত্র দুটো বিষয় ছিল - একটি মৃত্যু, অপরটি ট্যাক্স বা কর। এখন ইংরেজি চার অক্ষরের আরেকটি উপদ্রব সেই শ্রেণীতে আবির্ভূত হয়েছে, তা হলো স্প্যাম (SPAM)।

স্প্যাম এক বিরক্তিকর, নিরলস ও নির্বিচার প্রেরিত অযাচিত, অনাহুত বাণিজ্যিক ই-মেইল, যা জীবনের এক অকাট্য সত্য। নতুন স্প্যাম রোধক ফিল্টার ও আইনের ফলে রাশি রাশি অযাচিত বার্তা হয়তো বাদ পড়ে যায়, আপত্তিকর বার্তার সংখ্যাও হয়তো-বা কমে যায়, কিন্তু বাতিল মেইলের মতো ইলেকট্রনিক কীট-পতঙ্গের উপস্থিতি থাকে বিদ্যমান।

বস্তুতপক্ষে, হ্যান্ডসেট বৃদ্ধির অপ্রতিরোধ্য হার ও অনেক হ্যান্ডসেট নতুন করে ইন্টারনেট সংযোগের উপযোগী হয়ে ওঠায় এবং ব্রডব্যান্ড সংযোগ সর্বক্ষণ চালু থাকায় অনুপ্রবেশকারীদের জন্য প্রবেশের ব্যাপারটি সহজ হয়ে পড়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশের বেশির ভাগ অধিবাসীর জন্য এখন কম নিরাপদ মোবাইল ফোন যোগাযোগের প্রধান উপায় এবং এগুলো পরিশেষে ইন্টারনেটে প্রবেশ করবে। ফলে স্প্যাম, ইলেকট্রনিক নিরাপত্তা ও উপাত্ত সংরক্ষণ উদীয়মান অর্থনীতির জন্যও মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। একারণে, বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন (জেনেভা, ডিসেম্বর ১০-১২) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ওপরের ব্যাপারগুলোও বিবেচনা করে দেখবে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন আয়োজিত এই জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনে পঞ্চাশের বেশি রাষ্ট্রপ্রধান এবং হাজার হাজার নিয়ন্ত্রক, এনজিও প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ী নেতা কম সেবাপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ, প্রযুক্তির মানবিক সংশেষের সমাধান ও এক উন্নততর বিশ্ব সৃষ্টির কাজে ব্যবহারের জন্য সর্বশেষ প্রযুক্তি নিয়ে সমবেত হবেন। স্প্যাম ও উপাত্ত সংরক্ষণ সমস্যা কেবল বিত্তবান অর্থনীতির নয়। ইন্টারনেটের সীমান্তবিহীন সীমানায় সহযোগিতার প্রয়োজন। নিরাপত্তা চুক্তি, প্রমিতকরণ ও সম্ভবত আইনের সাদৃশ্য বিধান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য আজকের ব্যবস্থাকে আরো নিরাপদ করবে।

আজকে অর্ধেকের বেশি ই- মেইল স্প্যামের পর্যায়ে পড়ে, ফলে উৎপাদনশীলতা ও ব্যায়ে ক্ষতি হয় ২ হাজার কোটি ডলারের বেশি। এসব ই- মেইলের অনেকগুলোই আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর।

ভাইরাস স্প্যাম

আরো বড় কথা হলো, ভাইরাস ও স্প্যামের মধ্যে যে সীমারেখা আছে তা অস্পষ্ট। গত গ্রীষ্মের সোবিগ ভাইরাস 'লাভ বাগ' স্প্যামারদের সঙ্গে আঁতাত করে একযোগে সমগ্র বিশ্বে কম্পিউটারের ওপর হানা দেয়। এই দুর্বলকর অন্তর্ক্ষেপণ শিরোনাম তৈরি করে এবং ছোট ছোট কোম্পানির যোগাযোগ ব্যবস্থা পঙ্গু করে দেয়। সফটওয়্যার নির্মাতারা সঙ্কেত উদঘাটন ও হাল নাগাদ ফিল্টারের মাধ্যমে বিদ্বেষী সঙ্কেত রোধ করার জোর প্রচেষ্টা চালালেও পরিবৃত্তির কারণে তার পুনরাবির্ভাগের সম্ভাবনা থেকে যায়। সৃষ্ট ক্ষতির মধ্য দিয়ে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় নাজুক অবস্থা ফুটে ওঠে। বস্তুতপক্ষে সরকার ও করপোরেশনগুলো ইন্টারনেটকে তাদের যোগাযোগ ও লেনদেনের প্রথম উপায় করায় এই ব্যবস্থাকে নিরাপদ করার গুরুত্ব বিশ্ব জুড়ে বেড়ে চলেছে এবং অন্যের অবকাঠামোর সঙ্গে পারস্পারিক পরিচালন কার্যক্রম বেড়ে চলেছে। ভাড়াটেরা হামলা করলে সংস্থাগুলোকে পরিচালন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। আগের দু'বছরে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, ২০০২ সালে গৃহীত ব্যবস্থা ছিল তার চেয়ে বেশি।

আর বেশির ভাগ ব্যবস্থা ওয়ারলেসের মাধ্যমে যায় বলে নিরাপত্তার ব্যাপারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পাম পাইলট, মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপের কল্যাণে আমাদের ব্যাংকের হিসাব, ঘরবাড়ি, পরিবার ও ভবিষ্যৎ সর্ম্পকিত তথ্য সবই নখদর্পণে থাকে। এর ফলে সময় অনেক বেঁচে যায়, আমাদের সবাইকে সবসময় একসঙ্গে যুক্ত করে রাখে। তবে অপব্যবহার হলে সেই তথ্য ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির জন্য লাভজনক হতে পারে, গ্রাহক এগিয়ে যেতে পারে, করপোরেট গুপ্তচরবৃত্তি হতে পারে, আমাদের পেছনে লেগে থাকা স্প্যামারের তৎপরতা বিরক্তিকর হতে পারে।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের ইন্টারনেট কৌশল ও নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা রবার্ট শ বলেছেন, 'স্প্যামের কারণে বিশ্ব অত্যন্ত বিরক্ত। মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য স্প্যাম বিশেষ একটা সমস্যা, কারণ এটা অনাহুত প্রবেশ করে এবং আক্রমণটা ব্যক্তিগত।'

ওয়ারলেস ব্যবস্থা আরো নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন। কারণ সচলতার ফলে আমাদের কলের ইতিবৃত্ত ও আমাদের অবস্থান সর্ম্পকে স্পর্শকাতর তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়া খুব সহজ। অধিকন্তু সেলুলার বাহক এক বছর, কখনো কখনো পাঁচ বছর পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের অবস্থান ও কল সর্ম্পকিত উপাত্ত রেখে দিতে পারে।